সংবাদ

তারিখ ... 10 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 22 ... কলাম ... 2 ... ...

শতবর্ষী পিংনা উচ্চ বিদ্যালয় সরকারিকরণের দাবি

প্রতিনিধি, সরিষাবাড়ী (জামালপুর)

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ প্রান্তে মহাকবি কাঁয়কোবাদের স্মৃতি বিজরিত যমুনা নদীর পূর্ব তীরে পলিমাটির সুগন্ধে ভরা সবুজ, শ্যামল মাঠ, চারিদিকের সুহৃদয়বান মানুষ আর শিক্ষা, সাংস্কৃতির পরিবেশ বেষ্ঠিত মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, সম্পৃতির ভাতৃত্ব বন্ধনের গ্রামের নাম পিংনা। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৯৬ সালে জানুয়ারি মাসে এক নৈশর্গিক পরিবেশে 'পিংনা উচ্চ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর অবস্থান ছিল পিংনা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে। যার উত্তর পার্শ্বে ছিল আদালত ভবন। ১৯০৭ সালে শশী মোহন চৌধুরী বিদ্যালয়টি বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তর করেন। জমিদার শশী মোহনের পৃষ্টপোষকতা এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক বাবু শ্রীশ চন্দ্র রায় বিএ এর অক্লান্ত পরিশ্রমে মনোরম পরিবেশে বিদ্যালয়টি গড়ে উঠে। কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় ২০ বিঘা জমির উপর ১২০বছর পূর্বের স্থাপত্য মন্ডিত ইংরেজী "ঊ" টাইপ একটি বিশাল ভবন, তিন তলা বিশিষ্ঠ একটি একাডেমিক ভবনসহ মোট ৫টি ভবন, সুবিশাল প্রাচীর বেষ্ঠিত বিদ্যালয়ে দুটি বিশাল খেলার মাঠ, দুটি বিশাল পাকা শান বাধাঁনো ঘাটসহ পুকুর, স্বয়ং সম্পূন আইসিটি ল্যাব, বিজ্ঞানাগার, ছাত্রাবাস, হলরুম, সমৃদ্ধ পাঠাগার, আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, অফিস কক্ষ, পাকা বাসস্থান ও একটি মসজিদ আছে। এ বিদ্যাপিঠে অধ্যায়ন করেছেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের ও বার সমিতির সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সফল সংগঠক এ্যাডভোকেট মরহুম মতিয়ার রহমান তালুকদার, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও কলামিষ্ট অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, বিশিষ্ঠ সমাজ সেবক মরহুম আজগর আলীসহ অনেকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা এক হাজারের অধিক। শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ১৮ জন, তৃতীয় শ্রেণীর একজন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ২ জন। ১২৩ বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে উলেখ্য, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাহাউদ্দিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় বিল্ডিং এর ছাদের পূননির্মান, রং চুনকাম সংস্কার করে বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি করা হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আবেদীন মজনু জানান, ১৯৩৯ সালে অত্র বিদ্যালয়ে গুরুত্ব অনুদাবনে কৃতি শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ,কে ফজলুল হক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন ও মাওলানা তমিজ উদ্দিনসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ বিদ্যালয়ে অধ্যায়নকৃত শিক্ষার্থীরা বরাবরই অসাম্প্রদায়িক শিক্ষালাভ করায় ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শতাধিক শিক্ষর্থী অংশগ্রহন করেছিলেন। জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ ক্যাপটেন এম, মুনসুর আলী ১৯৭২ সালে পিংনা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে এই বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক বিশাল জনসভায় পিংনা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের প্রতি উপজেলায় একটি করে স্কুল সরকারী করনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সর্বদিক দিয়ে যোগ্যতা সম্পূর্ণ জামালপুর জেলার প্রাচীনতম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'পিংনা উচ্চ বিদ্যালয়' সরকারী করনের জোর দাবী অত্র এলাকাবাসীর একান্ত কাম্য।